OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 262 - 271
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাউল গানে বাঙালীর জাতীয়তাবাদ : মাটির সুর থেকে জাতির কণ্ঠস্বর

ড. আবু হান্নান গাজী
Email ID: mariyah1985@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Baul songs, Bengali nationalism, secularism, motherland, emancipation from exploitation, Abdul Karim, Fakir Samchul, Lalon Fakir.

Abstract
The formation of the Bengali's distinct consciousness and sense of nationhood is not solely dominated by elite-determined articulation; in its deeper strata lies the uninterrupted, boundless and profound influence of the oral, unwritten literature of folk life. Indeed, Baul songs are an incomparable chronicle of that folk life. Resounding for centuries along Bengal's fields, pathways and riverbanks, they were not merely a call for spiritual liberation, but simultaneously a quest for the Bengali's love of the land, the search for freedom, the search for Bengal, and the search for Bengali-ness. In the present essay, the quest for Bengali collective identity, set against the backdrop of Rajendra sundar Trivedi and Rabindranath Tagore's prayer 'Banglar Mati Banglar Jol', focuses on the narratives of specific Baul songs to explore the awakening of Bengali nationalism into its 'grandest and most sublime consciousness'. We have observed that the Baul mystic poets, on the one hand, fearlessly and with resolute voice identified the nation's self-destructive tendencies through self-criticism, and on the other hand, simultaneously crafted an unparalleled blueprint for the nation's future on the foundation of the Bengali language, verdant nature, and a society free from exploitation. In opposition to formalistic religious practice, through self-inquiry they acknowledged an immense, boundless love for and indebtedness to the motherland. With a secular, liberal mentality, they transcended the narrow walls of artificial Hindu-Muslim division, offered the philosophy of 'children of the same mother', and instilled the death-conquering mantra of 'if you want to live, live a life worth living'. The contention of this essay is that this life-affirming nationalism, nurtured and embodied in Baul philosophy—standing upon the four pillars of land, language, humanity and secularism—prepared the public psyche with an invisible force for the subsequent political contexts of resisting the Partition of Bengal, the Language Movement and the liberation war.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : বাংলার উর্বর ভূমিতে ও বাঙালির দর্শনে-মননে-চিন্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম যেমন চিরন্তন-অক্ষয়-শাশ্বত তেমনি চিরন্তন-মজবুত এই বাংলার মাটি আর মানুষের অটুট মায়াবী আত্মিক বন্ধন। কবি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৯০৫ সালে তাঁর 'বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা'য় কবিতায় লিখেছিলেন—

"বাংলা নামে দেশ।
তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। ...
বাংলার লক্ষী বাংলাদেশ জুড়ে বসলেন। ...
মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষী বিরাজ করতে লাগলেন।
ফলে ফুলে দেশ আলো হল। ...
লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।"[১]

নির্মল চিরায়ত বাংলার অনুপম-শাশ্বত রূপে মুগ্ধ-অভিভূত কবি। সেই বহমান চিরায়ত বাংলাকেই এঁকেছেন এক অনিঃশেষ ধ্যান-ভূমি রূপে। বহুমাত্রিক ভাবে বাংলার সৌন্দর্যময় রূপের চিত্র অমরাবতীর প্রতিচ্ছবি রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমন এক বৃহৎ সুমহান দেশ, যেখানে প্রকৃতির রূপ মুগ্ধতা মানুষের অন্তরকেও ভরে তুলেছে অহিংসা, প্রেম ও পরম ভালোবাসায়। ধর্মীয় গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতার হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণা কিংবা দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষবাষ্প এ মাটিতে কখনো গভীরভাবে শিকড় গাড়তে পারেনি। কারণ, এখানে ধর্মে ধর্মে মহামিলন আর মানুষে-মানুষে হৃদ্যতার যে সূত্র তা প্রকৃতিরই অক্ষরে অঙ্কিত। ভাষা ও সংস্কৃতির মজবুত বন্ধন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রথম উষালোক জাগে। সময়ান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনা, সর্বগ্রাসী শোষণ ও সংস্কৃতি আগ্রাসনের নির্মম-কঠিন চেহারা নানাভাবে প্রকাশ পায় তখন বাঙালির মননের গভীরে সেই জাতীয় চেতনা শিকড় আরো জোরালো ভাবে পল্লবিত-প্রস্ফুটিত-বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, জোরালো আন্দোলন আর বহু আত্মত্যাগের-আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতি সত্তার মূলভিত্তি তৈরী হয় সততার সাথে, দৃঢ়তার সাথে।

১৯০৫ সাল। ইংরেজ শাসকরা যখন বঙ্গভঙ্গের ছুরি চালিয়ে এই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলো, তখনই বাঙালি ও বাংলাভাষী গোষ্ঠী প্রথম স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করল বাঙালির 'এক জাতিত্ব' কাকে বলে। সেই ভাঙ্গা মন, সেই ভাঙ্গা বাংলাকে ১৯১১ সালে রোধ করার পিছনে বাংলার জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার আপামর জনসাধারণের 'বাঙালিত্বে'র অভেদ্য ধারণা ক্রিয়াশীল ছিল। আর সেই 'বাঙালিত্ব' যে কত গভীর, কত আন্তরিক ও কত আত্মিক তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ৪৪ বছর বয়সে রচিত অমর সঙ্গীতে তুলে ধরেছেন-

"বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পূণ্য হউক পূণ্য হউক পূণ্য হউক হে ভগবান॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূণ্য হউক পূণ্য হউক পূণ্য হউক হে ভগবান॥
বাঙালির পণ্য, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন -
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥"[২]

এই প্রার্থনা শুধু ভৌগলিক সীমারেখার মাহাত্ম্য নয়; এটি মাটি-জল-ফল থেকে শুরু করে ভাষা-কাজ-আশা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা ও প্রাপ্তি-মুক্তি সবকিছুর পবিত্রতায় ডুবে থাকা এক জাতির সমষ্টিগত আত্মার বাণী। এমন মহা সংগীত 'বাঙালি হওয়া' ও 'হওয়ার ইতিহাস'-এর প্রথম মন্ত্র, যা ১৯০৫ থেকে ১৯৫২, তারপর ১৯৭১ কালের ধারাবাহিকতায় বাঙালির প্রতিটি রক্তস্নাত অধ্যায়ে গূঢ় ও ক্রিয়াশীল প্রেরণা হয়ে উঠেছে। তবে এর অনেক আগে বাউল কবিরা একতারার একটি মোটা তারে বাঙালিত্বের ভাব বীজ বুনে দিয়েছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে তারা উচ্চারণ করেছিলেন আত্মঘাতী জাতির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আর্তি, মাতৃভূমি চরণে স্বর্গ, বিপ্লবের ডাক, শোষণবিহীন সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ সোনার মানুষের স্বপ্ন হিসাবে। যা গড়বে মানুষকে, সফল করবে দেশকে।

১

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের রচয়িতাগন বাংলা ভাষায় শুধু কাব্য রচনা করেননি, সেই ভাষার প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসার প্রকাশ দেখিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে এই বাংলা ভাষা, মাতৃভাষার দাবি এবং বাঙালি জাতি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অনেকাংশে অমরত্ব দান করে। মাতৃভাষার দাবিতে একদিন বাংলার স্বপ্নবাজ দামাল ছেলেরা যে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রাঙিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছে মধ্যযুগের গীতি কবিদের কাছ থেকে। এই গীতি কবিগন চিরকাল স্মরণীয়-বরণীয়-গ্রহণীয় হয়ে থাকবে তাদের ভাষার প্রতি আন্তরিকতার অগ্রসর ভূমিকার জন্য। বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ নিদর্শন স্বরূপ মধ্যযুগীয় কাব্য থেকে কিছু গীতিকবিতার পদ তুলে ধরা হল –

শাহ মুহম্মদ সগীর (জ. আনুমানিক পঞ্চদশ শতক)-এর ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্যে ব্যক্ত হওয়া মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিকতা বাঙালির ভাষাগত জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করে। মুসলমানদের ধর্মকথাকে কবি মাতৃভাষায় শোনাবার সৎসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে একথা স্বীকার্য কাব্যের শিল্প মূল্য ছিল অনন্য—

“পোথার বৃত্তান্ত জেবা চিত্ত দিয়া শুনে
আদি অন্ত শুনিলে সে ভাব হএ মনে।
ইছুফ জুলিখা কিচ্ছা কিতাব প্রমাণ
দেশী ভাষে মোহাম্মদ সগীরএ ভান।”[৩]

মধ্যযুগের অন্যতম কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর ‘নবী বংশ’ কাব্যগ্রন্থে ধর্মীয় গোঁড়ামির জাল ছিন্ন করে মাতৃভাষাকে অসীম মর্যাদায় ভূষিত করেছে। মাতৃভাষার প্রতি তার আন্তরিকতা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা তাকে মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে অনন্য করে তুলেছে। তাঁর কাব্যে দেখি, -

“বঙ্গদেশী যথেক আছএ মুসলমান
মোহোর বচন সব কর অবধান।
যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পাঁচালী রচিলাম কবি আছএ দুষিতে।
বঙ্গদেশী সকলরে কী রূপে বুঝাইব
বাখানী আরবি ভাবে বুঝাইতে নারিব।
যারে যেই ভাষে প্রভু করিছে সৃজন
সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।”[৪]

কবি মোজাম্মেল ‘নীতি শাস্ত্র বার্তা’য় অসাধারণভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ধর্মীয় বিষয় বা ধর্মীয় নিয়ম কানুন মাতৃভাষা চর্চায় কোন অন্তরায় হতে পারে না। এই সুফিপন্থী কবি সহজেই বুঝে নিয়েছিলেন ভাষার সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নেই। ‘নীতিশাস্ত্র বার্তা’ কবিতায় তিনি বলেন—

“আরবি ভাষায় লোকে না বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলু পয়ার রচন।
যে বলে বলৌক লোকে করিলু লিখন।
ভালে ভাল মন্দে মন্দন যাএ খণ্ডন।
রচিলেক মুজম্মিলে পঞ্চালি সুছন্দ।
দেশী ভাষে রচিলুং মাঝে মৃদু মন্দ।”[৫]

মধ্যযুগের কবিদের রচিত পুঁথি সাহিত্যে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের মমত্ববোধ ও ভালোবাসা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। অন্যতম কবি হাজী মোহাম্মদ তার কাব্যশক্তি ও প্রগতিবাদী চিন্তার কথা স্মরণ না করলে বাংলা ভাষা ও জাতীয়তাবাদী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিন্তার বিকাশ সঠিকভাবে ধরা পড়ে না। এঁরা যেভাবে বাঙালির জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করে গেছে ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রেক্ষাপটে তা স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে ছিল চন্ডীদাস, মাগন ঠাকুর ও কৃত্তিবাস প্রমুখ ও বিশিষ্ট কবি। হাজী মোহাম্মদ তাঁর কাব্যে লেখেন—

“হিন্দু আনি অক্ষর দেখি না করিএ হেলা।
বাংলা অক্ষর পরে আজি মহাধন।
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।
যে আজি পরি সবে করিছে বাখ্যান।
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোস্তে জ্ঞানের প্রমাণ।
যেন তেন মতে সে জানৌক রাত্র দিন।
দেশি ভাষা দেখি মনে না করিও ঘিন।”[৬]

যখন বাংলা ভাষা নিজের স্বতন্ত্রতা নিয়ে দৃঢ়ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়নি তখনও কিছু কবি তাঁদের সৃষ্টিতে বাংলা ভাষার প্রতি আন্তরিকতা দেখিয়েছেন অনবদ্য ভাবে। বাংলা ভাষাকে পরিপুষ্ট করার জন্য যে কজন কবি অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে তাদের মধ্যে শেখ মুত্তালিব অন্যতম। তার কাব্যে দেখি—

“সর্বলোকে বঙ্গভাষে কহিছে বিচার।
কেহ না কহিছে তারে ভাঙ্গিয়া যে সার।
ইসলাম এবাদত নামাজ সমাপ্ত।
সেই অনুরন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত।
সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম।
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম।”[৭]

মুহম্মদ ফসীহ (জ. আনু. ১৮০০) সম্ভবত সপ্তদশ শতকের কবি তিনি। ধর্মীয় অনুশাসন, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি নিয়ে আরবি ভাষায় কাব্য না লিখে সে সময় কবিগণ যে সাহসিকতা ও ভাষাপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন তা চিরস্মরণীয়। তিনি বলেন, -

“মোহাম্মদ ফেছিএ কহে শুন গুণিগণ।
মুনাজাত করিলাম প্রভুর চরণ।।
কোরানের মধ্যে আছে এ ত্রিশ হরফ।
দেশীভাষে কহিলুং পঞ্চালি স্বরূপ।।
এসব অক্ষর কোরান মাঝার।
মোল্লা সবে করিলেক কিতাব সঞ্চার।।
ফারছির মধ্যে দেখি পণ্ডিতের গণ।
বাঙ্গলার ভাসে তবে করিল রচন।।
যার যেবা ইচ্ছা মতে নানান প্রকারে।
হিত বাক্য বুঝিবারে কহিছি পয়ারে।।”[৮]

মধ্যযুগের ধর্ম শাসিত, প্রথা পীড়িত সময়কালে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ক’জন কবি হাতিয়ার হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ও অনন্য আব্দুল হাকিম। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালোবাসা ‘নূরনামা’ কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত কবিতা থেকে সহজেই অনুমেয়। এ কবিতায় তিনি মাতৃভাষাকে যারা অবজ্ঞা করেন তাদের জন্ম পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তারা এদেশে বসবাসের অযোগ্য। কঠোর ভাষায় তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন—

“যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী

সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥"[৯]

অন্যত্র বলেছেন তিনি—

"আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিত
ফারছী পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত।
ফারছী পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥"[১০]

রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে ফারসি ও উর্দু ভাষার প্রবেশ হয়। এই সময় দোভাষী বাংলায় (ভারতচন্দ্রর মতে, ভাপ যাবনী মিশন বেশির ভাগ মুসলিম ভাব) রচনা করেছেন। এগুলোকেই মূলত পুঁথি-সাহিত্য বলা হয়। এ ছাড়া লালন শাহের শেষ দিকে শিষ্যরূপ দুদ্দু ও পাঞ্জুশাহ্[১১] এর রচনায়ও ফুটে উঠে মাতৃভাষার প্রতি দরদমাখা কথা। দুদ্দু শাহ মাতৃভাষার প্রতি তার আকর্ষণ ও গভীর মমত্বতার রচনায় নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন—

"মোহাম্মদের জন্ম যদি হ'ত এদেশে
বেহেশতের কোন ভাষা হত
বলতো এসে।
মাতৃভাষা ত্যাজে সবাই
আরবী ভাষা শিখলেরে ভাই
তাতে হায় ফায়দা তো নাই
অবশেষে।"[১২]

বাউল সাধক ও বাউল গানের স্রষ্টা লালন ফকিরও (১৭৭২-১৮৯০) মধ্যযুগের গীতিকবিদের ধারাবাহিকতায় মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগও যথেষ্ট ছিল। মাতৃভাষা বা বাংলা ভাষা যে বাঙালির ভাষা এবং তা সহজেই বোধগম্য তিনি তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন বহুবার। তাঁর রচিত একটি গানে পাই—

"বিনা কাজে ধন উপার্জন কে করতে পারে।
কে করতে পারে রে মন, কে করতে পারে।
বাংলা কেতাব দশ জন পড়ে
আরবি পারশী নাগরী বুলি
কে বুঝতে পারে,
বুঝবা যদি নাগরী বুলি
বাংলাখান লও পাশ করে।"[১৩]

২

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম ও প্রধান শর্ত হল আত্ম-অনুসন্ধান; নিজের ত্রুটি ও সমস্যা চিহ্নিত করা। কোনরকম ভেকধারী মেকি দেশপ্রেম নয়, বরং চরম সত্যদর্শনই পারে একটা জাতিকে প্রকৃত-যথাযথভাবে স্বাধীনতার পথে ঠেলে দিতে। বাউল গানের সেই ধ্রুব আত্মসমীক্ষারই বর্ণময় রূপ দেখা যায়—

"দীন-দরিদ্র সেজেছ আজ আত্মঘাতী জাত বাঙ্গালী
কেউ কাহারো দেখলে সুদিন কালমুখে বাসো ভিন

স্বভাব কেমন হিংসা প্রিয় জগতকে তাই খুব দেখালি।
নারী পুরুষ সব চিরদিন নিন্দা করে বেড়াও খালি॥
খেটে যদি উন্নতি হয় খেয়ে করে সুখেই রয়
সর্বস্ব তার করতে ক্ষয় দিতে চায় আগুন জ্বালি॥”[১৪]

বাউল কবি ‘আত্মঘাতী জাত’ অভিধা ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহৎ সমাজতাত্ত্বিক সত্যের কথাই বলেছেন। যে জাতির ভিতরে বাইরে পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সর্বদা নিন্দা-মন্দ করার প্রবৃত্তি এবং পরিশ্রমী সফল মানুষের উন্নতি দেখলেই আগুন জ্বালি দেবার মানসিকতা-সে জাতি নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। এমনকি, ‘সত্য ভাবে ধর্ম নিয়ে চুপ চাপে কেউ রয় বসিয়া’ থাকলেও ‘এর পিছনেও লাগবে মানুষ তলে তলে পাড়বে গালি’ অর্থাৎ ধর্মের মুখোশ এখানে হিংস্র আত্ম-বৃত্তিকে ঢাকতে পারে না। বাউল কবি নির্ভয়ে বলেছেন, ‘ইতর ভদ্র মেথর মুচি সবাই করে খোঁচাখুঁচি/ কে শুচি আর কে অশুচি বেহিসাবে ভুল বুঝিলি’। এখানে জাতপাতের সংকীর্ণ পরিসর অস্বীকার করে সাম্যের এক মূল ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। আত্ম সমালোচনা-আত্মসংশোধনের-আত্ম সংযোজন এর ঘৃণার প্রকাশ নয় বরং এটি একটি জাতির চিকিৎসা শাস্ত্র। যে কবি বাঙালিকে নিদ্রা-তন্দ্রা অবস্থায় খোঁচা দেন, জাগরুক করেন তারাই প্রকৃত বাঙালীর জাতীয়তাবাদী কবি। কারণ, গভীর অগাধ ভালোবাসা ছাড়া এতটা রক্তক্ষরণ হয় না। বাউল কবিরা বাঙালীর অন্তরাত্মার ক্রন্দনকে ফুটিয়ে তুলেছেন অসাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায়।

৩

বাউল সাধক জালাল (১৮৯৪-১৯৭২) মাতৃভূমির প্রতি প্রেমকে একটি ভিন্নতর আধ্যাত্মিক উচ্চতায়-মাত্রায় নিয়ে গেছেন। তিনি গেয়েছেন—

“জীবন আমার ধন্য যে হায়
জনম মাগো তোমার কোলে
স্বর্গ যদি থেকেই থাকে
বাংলা মা তোর চরণ মূলে॥”[১৫]

‘স্বর্গ যদি থেকেই থাকে’ – শর্তারোপে এই বাক্য শৈলীতে আছে এক চেতনাগত দার্শনিক বিদ্রোহ। বাউল পরকালীন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর না করে জাগতিক-কালিক বাঙালী, বাংলার মা ও বাংলার মাটিকেই পরম আশ্রয় বলে ঘোষণা করেছেন। এই ভূমিপ্রেম কোনো আবেগী রোমান্টিকতা নয় – এটি বাউলের দেহতত্ত্বের সঙ্গে মিলিত জাতীয়তাবাদী চেতনা। অর্থাৎ বাঙালি বাউলরা দেহ সাধনার অভ্যন্তরেই ব্যক্ত করেছেন জাতীয়তাবাদী অনন্য মানসিকতা।

দূর্বীন শাহ্ (১৯২০-১৯৭৬) এই রূপককে আরোও বিস্তারিত গভীরে অতলে নিয়ে গেছেন—

“দেহ পুড়ে সোনার বাংলা উড়িতেছে জয় নিশান
কি মনোহর শহর-বন্দর, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমান।”[১৬]

বাউল দেহতত্ত্বে-আত্মতত্বে বিশ্বাসী – দেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড লুকিয়ে। এখানে দেহ ও দেশ অভিন্ন সত্তা – দেহের মুক্তি মানেই দেশের মুক্তি। শহীদের দেহের আগুনে জ্বলে ওঠে মুক্তির নিশান – এই রূপকল্পটি বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। দেহত্ববাদী বাউলদের বিশ্বাস দেহের মধ্যেই মূল্যবান রত্ন গুপ্ত-লুপ্ত-সুপ্ত। গুহায়িত আত্মার শৈল্পিক অন্বেষণের মধ্য দিয়েই আত্মিক মুক্তির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

৪

বাউল আব্দুল করিম (১৯১৬-২০০৯) যখন গান ধরেন, তখন একতারা হয়ে ওঠে বিজয়ের তলোয়ার, গান হয়ে ওঠে মুক্ত স্বাধীনতার সংগীত ও পীড়ণমুক্ত-শোষণহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় –

“বলো স্বাধীন বাংলা মোদের মাতৃভূমির জয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রাণ দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর ছেড়ে দাও মরণের ভয়।
শপথ নেও বাঙ্গালী যত, বাঁচলে বাঁচব বাঁচার মত
আর আমরা হব না তো, যদি হয় বিশ্বপ্রলয়।
কত ভাই-বোন মুক্তির তরে, প্রাণ দিয়েছে অকাতরে
চিরদিন কেউ বাঁচে না রে, বাউল আব্দুল করিম কয়।”[১৭]

'মরণের ভয় ছেড়ে দাও' — এই আহ্বানটি কেবল অদম্য সাহসের কথা নয়, এটি একটি মহৎ দার্শনিক মুক্তির কথা। বাউল সাধনায় মৃত্যুভয় জয় করাই সাধকের চরম লক্ষ্য — সেই আধ্যাত্মিক সম্পদকে-চেতনাকে-বোধকে করিম রাজনৈতিক সংগ্রামের সঞ্চালক শক্তিতে পরিণত করলেন। 'বাঁচলে বাঁচব বাঁচার মত' — কেবল জৈবিকভাবে বেঁচে থাকা নয়, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার দাবি। 'চিরদিন কেউ বাঁচে না রে' — এই দার্শনিক সত্যের মধ্যে দিয়ে বাউল বলছেন, যখন মৃত্যু অবধারিত, তখন ভীরুতায় বেঁচে থাকার চেয়ে বীরত্বে মৃত্যু শ্রেয়। অর্থাৎ আপন সত্তায় স্থির থাকার অঙ্গীকারের সম্পূর্ণরূপে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় পূর্ণ বিন্যস্ত। আব্দুল করিমের গানে জাতীয়তাবাদ এবং শ্রেণি-সংগ্রামের দুটি ধারা এক নদীতে মিলিত হয়েছে। তিনি গেয়েছেন —

“স্বাধীন বাংলায় রে বীর বাঙ্গালী ভাই
শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা চাই
স্বাধীন বাংলায় রে।
শোষিত বাংগালী আর ভুলবে না কখন
এই দেশে শাসনের নামে চলবে না শোষণ
স্বাধীন বাংলায় রে।”[১৮]

এখানে স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, গণমুক্তি — এটি অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণ মুক্তি, ত্রাস মুক্তি ও সামাজিক মুক্তি। 'শাসনের নামে চলবে না শোষণ' — শাসন ও শোষণের, ন্যায়-অন্যায় মধ্যে এই পার্থক্য একটি সচেতন নাগরিকের বলিষ্ঠ উচ্চারণ-আপ্ত বাক্য।

আরেকটি গানে করিম আরো তীক্ষ্ণভাবে বলেছেন—

“পল্লীগ্রামের কবি আমি পল্লীর গান গাই
স্বাধীন দেশে শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চাই।”[১৯]

এই গানে পরিষ্কার ভাবে 'ধর্মের ভাওতা' এবং 'লেলিনবাদের মুখোশ' — দুটিকে তিনি সমান তীব্র সন্দেহের চোখে দেখেছেন। ধর্মীয় আফিম ও বামপন্থী মতবাদের মুখোশ — দুটোই যখন শোষণের-শাসনের হাতিয়ার হয়, তখন বাউল কোনো পক্ষ নেন না। তিনি কেবল মানুষের মুক্তির পক্ষে; ধর্মীয় অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রকৃত গণ মানুষের গণমুক্তির পক্ষে দাঁড়ান। তাই বাউল কবিরা গণ জাগরণের কবি, গণ মানবের কবি।

৫

কবিয়াল বিজয় সরকার (১৯০৩-১৯৮৫) এবং অন্যান্য বাউলদের গানে প্রকৃতির রূপকে মাতৃভূমিকে জীবন্ত-প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বিজয় সরকার লিখেছেন —

“আমি সুন্দরবনে দেখে এলাম রে সুন্দরী এক মেয়ে
আছে এলোচুলে সাগর কূলে অপলক নয়নে চেয়ে।
ফাগুন মাখা সবুজ রঙ্গে অঙ্গের অলংকার
একাকিনী দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গে নাই কেউ তার।”[২০]

সুন্দরবনের অরণ্যকে তিনি কল্পনা করেছেন বিরহিনী একাকী নারীর মতো — এই একাকিত্ব কেবল বনের নির্জনতা নয়, একটি নতুন জাতির নিঃসঙ্গতাও বটে। 'ফাগুন মাখা সবুজ রঙ্গে অঙ্গের অলংকার' — সবুজ রং বাঙালির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চেতনার রং সম্ভাবনার রং সফলতার রং এবং প্রকৃতির রং; এই সংযোগ আকস্মিক নয় এক দীর্ঘ যাত্রার মেলবন্ধন। আরেকজন কবি গেয়েছেন—

> "আমার পূরবের বাংলারে গরবের জন্মস্থান/ সারা এই পৃথিবীর সেরা প্রকৃতির বিধান/ ভরা ঐ ভাদরের ক্ষেতে সবুজ রংয়ের চাদর পেতে/ আদরে সোহাগে মেতে করিয়ে আহবান।"[২১]

পূর্বের বাংলার জমিনে যে শ্যামলিমা,ভাদ্র মাসের বন্যায় জলে ভরা মাঠ, প্রকৃতির আদর-সোহাগ — এই চিত্রে প্রকৃতি মানবী রূপকল্পে এবং মাতৃভূমি হয়ে উঠেছেন একজন পরম মা। "এই দেশের এই মাটির ধূলি বন উপবন নদীগুলি/ বিজয় কয়, কেমনে ভুলি মাতৃভূমির দান।" — ধুলো মাটি, নদী, বন — প্রতিটি উপাদান মাতৃভূমির দান, এই ঋণ অপরিশোধযোগ্য । সদর্থে, মাতৃভূমির প্রতি নিখাদ বন্দনা, অকৃত্রিম প্রসংশা বাউল সাধকদের বাঙালী জাতীয়তাবাদী কবিতে উত্তীর্ণ করে, ভূষিত করে ও অলংকৃত করে।

বাউল ফকির সমছুলের গানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তার সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ খুঁজে পেল। তাঁর গানে তিনি বেঁধে দিলেন এক দার্শনিক ও বাস্তব সমাজনীতির নিখুঁত সনদ। যা দিক নির্দেশক ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা উত্তীর্ণ করে তার লেখনীতে পায় -

> "সোনার বাংলাদেশে, ও ভাই সোনার বাংলাদেশে
> বেকা লাঙ্গল মোদের সম্বল, ফলে ফসল বারো মাসে।
> হিন্দু-মুসলিম নাই ব্যবধান, সকলি এক মায়ের সন্তান
> সবের দাবি সমান সমান, চালায় এক বাতাসে।"[২২]

'হিন্দু-মুসলিম নাই ব্যবধান, সকলি এক মায়ের সন্তান'— এটি কেবল একটি গানের কলি নয়, যেন আপামর বাঙালী ও মানব জাতির রাষ্ট্রের মূলনীতি। মা হলেন বাংলা মাটি, তাঁর সন্তান হিসেবে সব সম্প্রদায় সমান-মূল্যবান। 'বেকা লাঙ্গল মোদের সম্বল' কৃষিকে সম্বল করে 'ফলে ফসল বারো মাসে'— কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে এক স্বপ্নপুঞ্জ দেখতে পাই বাউল সাধকদের মধ্যে। 'স্বনির্ভর হইব মোরা, আর যাব না পরদেশে'— অর্থনৈতিক পরাধীনতার অবসান, স্বাদেশিকতা ও স্বাবলম্বী হওয়া পরম আকাঙ্ক্ষা। 'সাজ বাঙ্গালি বাহু তুলি, দাঁড়াও বীর বেশে' — এখানে বীরত্বকে জাতীয় বেশভূষার সঙ্গে যুক্ত করে দেখিয়েছে এক অনন্য দেশজ চেতনা। এবং পরিশেষে 'হইবে জয়, সোনার মানুষ হইলে শেষে' — বাউল দার্শনিক লালনের 'সোনার মানুষ' তত্ত্বকেই এখানে জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত অভীষ্টে পরিণত করা হলো। যে জাতির প্রতিটি মানুষ নিজে সোনার মানুষ হবে না, সে জাতির সোনার বাংলা স্বপ্নমাত্র। তাই লালন বলেন, মানব জীবনকে সুন্দর-স্বচ্ছ-পবিত্র করে চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে শুদ্ধতা-পবিত্রতা আনা দরকার। ফকির সমছুল মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সম্পর্কটি আরও ঘনিষ্ঠরূপে স্পষ্টভাবে বুনে দিলেন—

> "বাংলা মা তোর মুখের হাসি আলো সাজে আঁধার ঘরে।
> ভালবাসি তোরে মাগো ভালবাসি তোরে।
> মোদের গৌরব মোদের আশা, আমাদেরই বাংলা ভাষা...।"[২৩]

পূর্ববর্তী গানে ভূমিপুত্রের প্রীতির অনন্য রূপ ছিল, এখানে মাতা ও ভাষা একই সুতোয় বাঁধা। 'মোদের গৌরব মোদের আশা, আমাদেরই বাংলাভাষা' — পাকিস্তানি শাসনের আগেই এই মন্ত্র বাউলেরা বুনে গেছেন, যা ১৯৫২ সালে রাজপথে বিসর্জনের প্রেরণা হয়েছিল। 'কত ফসল ফলায় চাষা, সীমা নাই তাহারে' — ভাষা এখানে অর্থনীতির সঙ্গে, উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত।

> "সারাটি দেশ ভরে আছে গ্রাম বাংলা শহরে
> ভাই ভাই মিলে মিশে কত জাতি বাস করে।"[২৪]

জাত-ধর্মকে অস্বীকার করে সকল জাতির একসঙ্গে বসবাসের সহজ চিত্র। 'আমার আমার সবই কইলাম, দেশকে আমার কিবা দিলাম/ মরে আবার কিলা যাইতাম, মাটি মার ভিতরে' — স্বজাতির কাছে কৃতজ্ঞতার চরম আত্মজিজ্ঞাসা। জন্ম-মৃত্যু পুনর্জন্ম নয়, শুধু মাটির মাঝেই যাওয়া, এ দর্শন মাটিকে রূপ দিয়েছে পরম আশ্রয় ও পরমাত্মীয় হিসেবে। এই ধরিত্রী, এই

মাটি মায়ের মতো সম্মান-মর্যাদা সম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ ফকির সমছুলের আরেকটি গানে মাতৃভূমির সঙ্গে মাতৃভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক উঠে এসেছে—

"মোদের গৌরব মোদের আশা,
আমাদেরই বাংলা ভাষা।"[২৫]

ভাষাকে গৌরব এবং আশার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা। এই পঙক্তি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। বাউল গান নিজেই একটি ভাষাগত বিপ্লব — তৎসম-তৎভব-আরবি-ফার্সির মিশ্রণে তৈরি লোকভাষা উচ্চবর্গের সংস্কৃত-নির্ভর সংস্কৃতির একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে। মূলত বাউল ভাষা মা-মাটির ভাষা, সোনার বাংলায় মায়াবী ও আদরনীয় ভাষা।

"আমার আমার সবই কইলাম,
দেশকে আমার কিবা দিলাম।"

এই আত্মজিজ্ঞাসা একটি দায়বদ্ধ নাগরিকের প্রশ্ন। কবি শুধু দেশপ্রেমের কথা বলেন না, প্রশ্ন করেন দেশের প্রতি তাঁর নিজের অবদান নিয়ে। 'মরে আবার কিলা যাইতাম, মাটি মার ভিতরে' — জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে; এই বৃত্তাকার যাত্রায় জীবনের পূর্ণতা। খণ্ড খণ্ড কবিতাংশের মধ্য দিয়ে মানব জাতির সামগ্রিক জীবন দর্শনে বিপুল ভরাট চিত্র অঙ্কণ করেছে মানব প্রেমী বাউল সাধকরা।

সদর্থে, বাউল গানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কোনো একমাত্রিক ঘটনা নয়। এটি একসঙ্গে আত্মসমালোচনার জাতীয়তাবাদ, ভূমিপ্রেমের জাতীয়তাবাদ, বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ, শোষণবিরোধী জাতীয়তাবাদ, প্রকৃতিপ্রেমী জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ, স্বনির্ভর জাতীয়তাবাদ এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ঐক্য, মহামিলন ও মহাবিজয়।

বাউল সাধক রাষ্ট্রনায়ক নন, সেনাপতি নন — তাঁরা পথের পাশে বসে গান গাওয়া সাধারণ ফকির মানুষ। কিন্তু তাঁদের গান বুকের গভীরে যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, সেই আগুনেই পুড়ে যায় পরাধীনতার শৃঙ্খল, গলে যায় সাম্প্রদায়িকতার বরফ, উদিত হয় স্বাধীনতার ভোরের সূর্য। বাউল গানে প্রচলিত ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কিন্তু দেশের অন্ন-জলের ঋণ অস্বীকার করা হয়নি। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একসঙ্গে দেশের উন্নয়ন করবে — এই আশাবাদ বাউলের গানের মূল সুর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য বাউলের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, এই গান শুধু কথার কথা নয় — এটি ছিল কর্মের প্রেরণা; সাহসের বৈপ্লবিক প্রকাশ ও অন্তরাত্মার জয়ের প্রতীক।

উপসংহার : বাউলের একতারায় যে সুর বাজে, তা শুধু কান নয় — আত্মা ছুঁয়ে যায়। লালনের ভাষা চেতনা থেকে আব্দুল করিমের মুক্তিযুদ্ধের গান, বিজয় সরকারের প্রকৃতিপ্রেম থেকে ফকির সমছুলের অসাম্প্রদায়িক সনদ — এই সমস্ত গান মিলে তৈরি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক অনন্য মহাকাব্য। এগুলো লেখা হয়নি কোনো দরবারে বসে — লেখা হয়েছে মাঠে-ঘাটে, নদীর কূলে, সাধারণ মানুষের হৃদয়ের গভীর থেকে। তাই এই গানের শক্তি অফুরন্ত, এই গানের আবেদন চিরন্তন ও মর্যাদা, সম্মান অভাবনীয়-অকল্পনীয়। বাংলার বাউল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে সত্যিকার প্রতিনিধি — কারণ তাঁরা কোনো দলের নন, কোনো গোষ্ঠীর নন। তিনি কেবল মানুষের, কেবল বাংলার। তাঁর গানে বাংলা বেঁচে থাকে, বাঙালি বেঁচে থাকে, স্বাধীনতার স্বপ্ন বেঁচে থাকে — একতারার একটি সরল তারের স্পন্দনে, যুগের পর যুগ ধরে। তাদের সমণ্বয়ী জাতীয়তাবাদী ভাবধারা, চিন্ত-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা ফল্গু স্রোতধারায় অনন্তকাল বহমান থাকবে।

Reference:

১. সরকার, অভীক (সম্পাদিত), উদ্ধৃত, বাংলা নামে দেশ, আনন্দবাজার পাবলিশার্স লি. কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ভূমিকাংশ

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, অখন্ড গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৪০০ সাল, পৃ. ৭৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 33
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 262 - 271
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. হক, ড. এনামুল (সম্পাদিত), শাহ মোহাম্মদ সগীর বিরচিত 'ইউসুফ জোলেখা', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩১০

৪. শরীফ, আহমদ (সম্পাদিত), সৈয়দ সুলতান বিরচিত 'নবী বংশ', প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, কার্তিক ১৩৮৫, পৃ. ভূমিকাংশ

৫. শরীফ, আহমদ (সম্পাদিত), মুজাম্মিল বিরচিত 'নীতিশাস্ত্র' বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, আশ্বিন ১৩৭২, পৃ.৫

৬. শরীফ, আহমদ, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, সাধক কবি হাজী মোহাম্মদ, নুর জামাল ও চার মোকামের কথা, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র অগ্রহায়ণ, পুনর্মুদ্রিত ১৩৬৭, পৃ. ১৩৫

৭. কুদ্দুস, গোলাম, ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, নালন্দা, ২০১৫, পৃ. ৩৯

৮. শরীফ, আহমদ, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, মুহম্মদ ফসীহ রচিত, 'আরবী ত্রিশ হরফে মুনাজাত', বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র অগ্রহায়ণ, পুনর্মুদ্রিত ১৩৬৬, গ্রন্থ পরিচিতি, পৃ. ২

৯. সুলতানা, ড. রাজিয়া, আব্দুল হাকিম রচনাবলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৮৯, নূরনামা গ্রন্থ, পৃ. ৪৭২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১-৪৭২

১১. কুদ্দুস, গোলাম, ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, নালন্দা, ২০১৫, পৃ. ৪৯

১২. রায়, ড. বিশ্বজিৎ, বাউল গানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৩৯

১৩. কুদ্দুস, গোলাম, ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, নালন্দা, ২০১৫, পৃ. ৪২

১৪. জালাল গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, কিশোর বুক হাউজ, কিশোরগঞ্জ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০০-১০১

১৫. প্রাগুক্ত, জালাল গীতিকা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৮

১৬. শাহ, দুর্ব্বীণ, গীতিমালা, সম্পাদনা পর্ষদ, ছাতক, জুন ২০০৩, গান-১৩৯, পৃ. ১২০-১২১

১৭. শাহ আব্দুল করিম, কালনীর ঢেউ, প্রকাশক - শাহ নূর জালাল, ১৯৯৯, গান-১৪৪, পৃ. ১০৪

১৮. পূর্বোক্ত, কালনীর ঢেউ, গান ১৪৫, পৃ. ১০৪

১৯. পূর্বোক্ত, কালনীর ঢেউ, গান ১৪৫, পৃ. ১০০

২০. কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত, সম্পাদনা পর্ষদ, ছাতক, জুন ২০০৩, গান নং-২০, পৃ. ৮০

২১. কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত, সম্পাদনা পর্ষদ, ছাতক, জুন ২০০৩, গান নং-২০, পৃ. ৬১-৬২

২২. কবিয়াল বিজয় সরকারের জীবন ও সঙ্গীত, সম্পাদনা পর্ষদ, ছাতক, জুন ২০০৩, গান নং-২০, পৃ. ৬১-৬২

২৩. দীন আহমেদ, মোস্তাক (সম্পাদিত), 'আশিকের রত্ন সমগ্র', ফকির সমছুল, বইপত্র সিলেট, ৬ আগস্ট ২০১২, পৃ. ১০৪

২৪. পূর্বোক্ত, আশিকের রত্ন সমগ্র, ফকির সমছুল, পৃ. ১০৩

২৫. মুসা, মনসুর (সম্পাদিত), রফিকুল ইসলাম, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৪৪৩